২৭-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের সসীম ও অসীমের জ্ঞান প্রদান করে, এইসব থেকে অনেক দূরে ঘরে অর্থাৎ পরমধামে নিয়ে যান, সত্যযুগ ত্রেতা হল সসীম, দ্বাপর কলিযুগ হল অসীম"

প্রশ্নঃ- বাবা প্রদত্ত জ্ঞানে কে শক্ত হয়ে থাকতে পারে ?

উত্তর :- যে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়। পবিত্র না হলে জ্ঞানের ধারণা হয়না। পবিত্র গোল্ডেন এজেড বুদ্ধিতেই সম্পূর্ণ জ্ঞানের ধারণা হয় , সে-ই বাবার মতন মাস্টার নলেজফুল হয় ।

প্রশ্নঃ- পুরুষার্থ করতে করতে বাচ্চারা তোমাদের কোন্ স্টেজ বা কিরূপ স্থিতি হবে ?

উত্তর :- এখনও পর্যন্ত যা উল্টো সঙ্কল্প বিকল্প উৎপন্ন হত সেসব শেষ হয়ে যাবে। বুদ্ধি যোগ একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত হবে। বুদ্ধি স্বর্ণ পাত্রে পরিণত হবে। বাবা যে রত্ন গুলি প্রদান করেন সেসব ধারণ হতে থাকবে ।

ওমশান্তি। মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের রুহানী বাবা রোজ বসে বোঝাচ্ছেন। এইসব তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের সমাগমে এই সৃষ্টি চক্র নির্মিত। সসীম ও অসীমের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ পেরিয়ে যেতে হবে। বলা হয় কিনা -- সসীম ও অসীম পেরিয়ে। সুতরাং বুদ্ধিতে এই জ্ঞান রাখতে হবে যে সসীম ও অসীম পেরিয়ে যেতে হবে। বাবার উদ্দেশ্যেও বলা হয় -- সীমা ও অসীম পেরিয়ে। এর অর্থও বুঝতে হবে। রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের এই বিষয়ে বোঝাচ্ছেন -- জ্ঞান , ভক্তি ও পরে বৈরাগ্য। এই কথা তো জানো যে জ্ঞান হল দিবস যখন হয় নতুন দুনিয়া। সেখানে ভক্তি হয়না। সেই টি হল সসীম অর্থাৎ সীমাবদ্ধ দুনিয়া , সেখানে মানুষের সংখ্যা খুব কম হয় , কালান্তরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। অর্ধকল্পের পরে ভক্তি আরম্ভ হয়। যখন জ্ঞান অর্থাৎ দিবস হয় তখন কোনো সন্ন্যাস ধর্ম নেই, বৈরাগ্য নেই। সন্ন্যাস বা ত্যাগ সেখানে হয়না , এই সব কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। ধীরে ধীরে সৃষ্টি বৃদ্ধি হয় । জীব আত্মাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আত্মারা পরম ধাম থেকে আসতে আরম্ভ করে। সৃষ্টি সীমাবদ্ধতা দিয়ে শুরু হয়, এই সময় সৃষ্টি হল অসীম। কিন্তু বাবা হলেন সসীম ও অসীম পেরিয়ে , সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সসীম সৃষ্টিতে বাচ্চাদের সংখ্যা খুব কম থাকে, তারপর সৃষ্টির বৃদ্ধি হয়। এখন এসবের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। একেই বলা হয় অসীম , প্রথমে আত্মারা ছিল সীমাবদ্ধ। সত্যযুগ ত্রেতায় পার্ট প্লে করেছে। কোথায় ৯ লক্ষ মানুষ , আর কোথায় এখন ৫-৬ শত কোটি সংখ্যায় এসে পৌঁছেছে অসীম দুনিয়ায়। মানুষ পরীক্ষণ করে আকাশ কত দূর , সমুদ্র কত গভীর , যার অন্ত পাওয়া সম্ভব নয়। উপরে যাওয়ার কত চেষ্টা করে। এতখানি ইন্ধন নিয়ে যেতে হবে যাতে ফিরে আসা যায়। অসীমে যেতে পারবেনা , সীমা পর্যন্ত যেতে পারবে। সসীম ও অসীমের ঊর্ধ্বে - এর রহস্য বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। প্রথমে নতুন দুনিয়া হল সসীম অর্থাৎ সীমাবদ্ধ দুনিয়া। সংখ্যা খুব কম। তোমাদের রচনার আদি মধ্য অন্তের নলেজ থাকা উচিত। এই নলেজ কারো নেই। বাবাকেই জানেনা। এই সব রহস্য বাবা বুঝিয়ে দেন , তিনি হলেন সসীম ও অসীমের ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ বাবা বসে তোমাদের রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্য বলে দেন। তারপর বলেন বাচ্চারা এইসব পেরিয়ে যাও। সেখানে তো কিছুই নেই। আকাশ শুধু আকাশ ,

জল শুধু জল। জমি ইত্যাদি নেই , একেই বলা হয় সসীম ও অসীম পেরিয়ে। যার কোনো অন্ত কেউ পায়না। বে-অন্ত , বে- অন্ত অর্থাৎ অনন্ত , অনন্ত কথায় বলে কিন্তু প্রকৃত অর্থ জানেনা। বাবা সম্পূর্ণ বিষয়টি বুঝিয়ে দেন কারণ তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন। বুঝে বুঝেই বিচক্ষণ স্বরূপ মালার মুক্তো রূপে পরিণত হয়েছ। কোনো মানুষ রচয়িতা ও রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝেনা। বাবা-ই বোঝান। বলেন আমি সসীমের দর্শন করি এবং অসীমের ভ্রমণও করি। এত গুলি ধর্ম আছে , এমন ভাবে স্থাপনা হয়। সত্যযুগ হল সীমাবদ্ধ সৃষ্টি , কলিযুগ হল সীমাহীন। তারপর সীমাবদ্ধ ও সীমাহীন সৃষ্টি পেরিয়ে হল আমাদের শান্তিধাম , মিষ্টি মধুর নিবাস স্থান, সুইট হোম। সত্যযুগও হল সুইট হোম। সেখানে শান্তিও আছে , রাজত্বও আছে। সেখানে সুখ ও শান্তি দুই-ই আছে। পরমধাম ফিরে গেলে সেখানে থাকবে শুধু শান্তি, সুখ থাকবেনা। এখন তোমরা সুখ ও শান্তি দুই-য়ের স্থাপনা করছ। সেখানে অশান্তির নাম গন্ধ নেই। অশান্তি হয় পাঁচ বিকারের জন্যে, সডি কথা দুনিয়ায় কেউ জানেনা। অর্ধকল্প পরে রাবণের রাজ্য হয়। তারা কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দেয়। কিছু বোঝেনা তাই ভ্রষ্টাচারী , দুঃখী ও পতিত হয়েছে। একটুও সভ্যতা নেই।যে দৈবী সভ্যতা ছিল , তার পরিবর্তে অসভ্যতা , অসুরী গুণ সম্পন্ন হয়েছে।

এই হল বেহদের ড্রামা। এখন বলা হয় হদ - বেহদ পেরিয়ে অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা ও অসীমের ঊর্ধ্বে, অনেক দূরে দূরে যায়। মানুষ তো এই খেলা জানেনা যে কে সবচেয়ে বড় ? উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান , তাই বলা হয় প্রভু তোমার মতি গতি তুমি-ই জানো। বাবা বসে বোঝান যে আমার বুদ্ধি কতদূর যায়। সসীম ও অসীম ছাড়িয়ে অনেক দূরে .... সেখানে কিছুই নেই। বাচ্চারা তোমাদের থাকার জায়গা হল সেই ব্রহ্মান্ড , ব্রহ্ম মহা তত্ব। যেমন আকাশ তত্বে এখানে বসে আছ , কিছুই দেখা যায়না । শূন্য আর শূন্য। রেডিওতে বলা হয় আকাশবাণী। এবারে আকাশ খুব বিশাল , তার কোনো অন্ত নেই। তার বাণী মানুষ কিকরে বুঝবে। এই যে আকাশ তত্ব রয়েছে , এই মুখ দ্বারা এই শূন্য স্থান দ্বারা যে বাণী শোনা যায় , তাকে বলা হয় আকাশবাণী। বাণী মুখ দ্বারা অর্থাৎ শূন্য স্থান দ্বারা বেরিয়ে আসে। বাণী কখনও নাক কান দিয়ে বেরোবেনা। সুতরাং বাবাও এই শরীরে বিরাজিত হয়ে এই মুখ দ্বারা-ই বাচ্চারা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারাই জানো বাবা কে । যেমন আমরা হলাম আত্মা , তেমনই বাবা হলেন উঁচু থেকে উঁচু আত্মা। সবার নম্বর অনুযায়ী পার্ট রয়েছে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন বাবা তারপর নীচে এলেই , নম্বর অনুযায়ী খেলায় সবাই মগ্ন। নতুন দুনিয়ায় প্রথমে লক্ষ্মী নারায়ণ , তারপর ওঁনাদের সঙ্গে যারা নরুন দুনিয়ার বাস করে , মালা দেখ। উপরে ফুল উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান তারপরে মেরু যুগল। এর পরে দেখ কিভাবে মালার বৃদ্ধি হয়।

এইসবই হল পড়াশোনা তাইনা। সম্পূর্ণ পাঠ বুদ্ধিতে থাকে। বীজ এবং বৃক্ষ। বীজ রয়েছে উপরে। রচয়িতা বাবা বসে রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্য তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এই হল সৃষ্টি রূপী কল্প বৃক্ষ, এর আয়ু হল একুরেট, যাতে এক সেকেন্ডেরও তফাৎ হতে পারেনা। তোমরা কত জ্ঞান প্রাপ্ত কর , এই জ্ঞানের পথে তারা-ই শক্ত হয়ে থাকতে পারে যারা পবিত্র হয়। তা নাহলে জ্ঞান ধারণ হতে পারেনা। পবিত্র পাত্র , গোল্ডেন এজেড বুদ্ধি হলে নলেজ ঠিক তেমনই ধারণ হবে যেমন বাবার কাছে আছে। নম্বর অনুযায়ী মাস্টার নলেজফুল হয়ে যাবে। এই রহস্য বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারেনা। না-ই দেবতাদের মুখে শোনা যাবে , না পতিত মানুষের মুখে। বাবা-ই শোনান , তাও এখন এই সঙ্গমে -ই তোমরা শুনতে পাও। বাবা কেবল একবার-ই পিতা টিচার সদগুরু রূপ

ধারণ করেন। পার্ট প্লে করেন তারপর আবার ৫ হাজার বছর পরে সেই পার্ট প্লে করবেন। প্রলয় তো হয়না। সুতরাং প্রথমে বাবা, উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিব তারপর মেরু উঁচু থেকে উঁচু মহারাজা মহারানী। অতঃপরে শেষে গিয়ে আদি দেব , আদি দেবী হবেন। সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, কিন্তু নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এই জ্ঞান তোমরা কাউকে শোনালে তাদের আশ্চর্য হবে। বাবা হলেন নলেজফুল, তিনি ছাড়া এই জ্ঞান কেউ দিতে পারেনা। বাচ্চাদের এইসব ধারণ করা সহজ , কোনো মুশকিল নেই কিন্তু স্মরণের যাত্রা হল মুখ্য। সোনার পাত্রে রত্ন ভরা থাকতে পারে। উঁচু মানের রত্ন কিনা। এই বাবা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা ছিলেন রত্নের ব্যবসায়ী । আসল রত্ন হলে রুপোর বাক্সে কাপাস তুলোয় মুড়ে রাখতেন। সেসব আবার খুলে দেখাতেন যেন খুব ফার্স্ট ক্লাস বস্তু । ভালো জিনিস ভালো পাত্রেই মানায়।

তোমাদের এই কান হল পাত্র, এর দ্বারা তোমরা শোনো। ধারণ করতে হলে সোনার পাত্র চাই অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে পুরোপুরি হওয়া উচিত। বুদ্ধি যোগ ঠিক না হলে কোনো কথাই মনে থাকবেনা। উল্টো সঙ্কল্পও উৎপন্ন হওয়া উচিত নয়। তুফান বন্ধ। পুরুষার্থ করতে করতে এই স্টেজ হবে। বুদ্ধিকে সব দিক থেকে সরিয়ে আমার সঙ্গে যুক্ত রাখলে সোনার পাত্রে পরিণত হবে, অন্যদেরও দান করতে থাকো। ভারত হল মহাদানী , ভারতে ধন ইত্যাদি অনেক দান করা হয়। এইসব হল আবার অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান , যেসব বাবা বাচ্চাদের প্রদান করেন। দেহ সহ দেহের সম্বন্ধ গুলি থেকে বুদ্ধি সরিয়ে এক বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আমরা হলাম বাবার আপনজন । ব্যস। বাবা মুখ্য উদ্দেশ্য বলে দেন। পুরুষার্থ করা বাচ্চাদের কর্তব্য তবেই উঁচু পদের অধিকারী হবে। মনে কোনোরকম উল্টো সঙ্কল্প যেন না আসে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। সসীম ও অসীমের গন্ডি ছাড়িয়ে সব রহস্য বুঝিয়ে দেন। আমি সীমাবদ্ধতা ও অসীম পার হয়ে যাই , তোমরাও সীমাবদ্ধতা ও অসীমের ঊর্ধ্বে থাকো , যেখানে সঙ্কল্প ইত্যাদি কিছু নেই। তারপরে তোমরাও ঐ পারে চলে যাবে। গৃহস্থে থেকে পদ্ম ফুলের মতন হতে হবে। হাত রইবে কাজে মন শিববাবার কাছে .... এই পথে চলাকালীন অনেক বাচ্চারা ভেঙে পড়ে। ফেল হয়। তোমরা সব কিছু জানতে পারবে। ভালো মহারথীদের মায়া গ্রাস করেছে। আজ তারা নেই। বাবাকে ছেড়ে তারা মায়ার আশ্রয় নিয়েছে। যারা পড়াশোনা ক'রে তারা উঁচুতে উঠে যায় আর যিনি পড়ান তিনি মায়াবী হয়ে যান। যেমন ট্রেটর হয় তারা অন্যের কাছে আশ্রয় নেয়। যেদিকে পাওয়ারফুল দেখে সেদিকে চলে যায়। তোমরা জানো সর্ব শক্তিশালী তো হলেন একমাত্র বাবা , তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। আমাদের উঁচু মানের পড়াশোনা করিয়ে বিশ্বের মালিক করে দেন। অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই যার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এমন কোনো জিনিস নেই যা তোমাদের কাছে নেই। তাও আবার নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বেহদের বাবা ছাড়া এই কথা কেউ জানেনা। তোমরাই পূজনীয় ছিলে তোমরাই পূজারী হয়েছ। এবারে পুনরায় পূজনীয় হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। বাবার স্মরণে যত থাকবে মায়ার ঝড় ঝঞ্ঝা শেষ হতে থাকবে। হাতিমতাই-এর নাটক দেখানো হয়। মুহলরা অর্থাৎ ছোট গোলক বিশেষ , মুখে রাখলে মায়া পালিয়ে যেত। মুখ থেকে মুহলরা বের করলেই মায়া এসে পড়ত। বাবা বোঝান বাচ্চারা নিজেদের আত্মা ভাই-ভাই ভাবো। শরীর -টা না থাকলে দৃষ্টি যাবে কোনদিকে। এত টুকু পরিশ্রম তো করতে হবে। কল্প কল্প তোমাদেরই পুরুষার্থ চলে। পুরুষার্থ দ্বারা তোমরা নিজের ভাগ্য নির্মাণ কর।

বাবা বাচ্চাদের মুখ্য কথা বলেন নিজেকে আত্মা ভেবে নিজের পিতাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। এই কথা শুধু তোমরাই জানতে পারো। যদিও তারা বলে গড ফাদার , আমরা সবাই ব্রাদার্স। কিন্তু বুঝতে পারেনা। গায়নও করে সর্বের সদগতি দাতা রাম , সর্বকে সুখ দান করেন একমাত্র পিতা। রামকে বাবা বলা হয়না। বাবা এক শরীর ধারীকে দ্বিতীয় অশরীরীকে বলা হয়। সর্ব প্রথম হল অশরীরী তারপরে শরীরী হয়। প্রথমে আমরা বাবার সঙ্গে থাকি তারপর পার্ট প্লে করতে লৌকিক দেহধারী পিতার কাছে আসি। এইসব হল রুহানী কথা। ঐ লৌকিক দৈহিক পড়াশোনাকে ভুলে যেতে হবে। সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে আছে। এখন হল সঙ্গমযুগ , আমাদের এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। পুরানো দুনিয়া শেষ হবে। এবারে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে দৈবী গুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে। বাবাকেও অবশ্যই স্মরণ করতে হবে এবং পুরোপুরি স্মরণ করতে হবে যাতে পাপ ভস্ম হয়। বাবা বলেন আমায় স্মরণ কর তাহলে পবিত্র হবে , একেই বলা হয় যোগ অগ্নি। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়া তো রাবণের মতানুযায়ী চলছে। সেই হল বিকারী মতামত। এইটি হল নির্বিকারী মত। পাঁচটি বিকার আছে তাইনা। সর্ব প্রথম দেহ অহংকার তারপরে কাম , ক্রোধ ... মানুষ অহংকারকে শেষে রাখে । বাস্তবে অহংকারকে তো সবচেয়ে প্রথমে রাখা উচিত। পরে পরে অন্য বিকার আসে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন কল্প কল্প অনেক বার বুঝিয়েছেন। প্রতি ৫০০০ বছর পরে বোঝান। বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারো বাবা আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে তুলছেন অর্থাৎ রচয়িতা ও রচনার নলেজ বলে দেন তাই ওঁনাকে ক্রিয়েটর বলা হয়। যদিও এই ক্রিয়েশন হল অনাদি তবুও একমাত্র যিনি বুঝিয়ে দেন , ওঁনার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। এই ড্রামা হল অনাদি ভাবে নির্মিত , কেউ তৈরি করেনা। ওই হদের ড্রামা অর্থাৎ দৈহিক ড্রামা শুটিং করা সহজ। কিন্তু এই হল বেহদের ড্রামা। এই ড্রামা অনাদি রূপে শুটিং হয়ে আছে , অলরেডি তৈরি করা। এই ড্রামায় একটুকু তফাৎ হয়না। বেহদের ড্রামার চক্র চলতে থাকে। আমরা তমো প্রধান থেকে সতো প্রধান হই আবার সতো প্রধান থেকে তমো প্রধানে পরিণত হই। মুখ্য কথা হচ্ছে পবিত্রতার। পবিত্র দুনিয়ায় অনেক সুখ , পতিত দুনিয়ায় আছে অনেক দুঃখ। অর্ধকল্প সুখধাম , অর্ধকল্প দুঃখধাম এই রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে , অন্যরা কেউ জানেনা। আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) উল্টো সঙ্কল্প বিকল্প থেকে মুক্ত হতে বুদ্ধিযোগ সসীম ও অসীম ছাড়িয়ে পরম ধামে যুক্ত করতে হবে। দৈহিক দৃষ্টি সমাপ্ত করে আত্মা ভাই ভাই - এই অভ্যাস পাকা করতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে । বুদ্ধিকে স্বর্ণে পরিণত করতে অন্য সব দিক থেকে সরিয়ে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

বরদান :- প্রতিটি গুণ বা শক্তিকে নিজ স্বরূপ প্রদানকারী পিতা সম সম্পন্ন হও।

ব্যাখা: যে বাচ্চারা বাবার মতন সম্পন্ন হবে তারা সর্বদা স্মৃতি স্বরূপ , সর্বগুণ ও সর্ব শক্তি স্বরূপ হয়ে থাকে। স্বরূপের অর্থ হল নিজের রূপ যেন ঐরকম হয়। গুণ ও শক্তি পৃথক হবেনা, বরং রূপে-ই সমায়িত থাকবে। যেমন দুর্বল সংস্কার বা কোনো অবগুণ বহু কালের স্বরূপ হয়েছে , ফলে ধারণ করতে পরিশ্রম হয়না। তেমনই প্রতিটি গুণ ও শক্তি যেন নিজস্ব স্বরূপ হয়ে যায় , স্মরণ করতে যেন পরিশ্রম না হয় বরং স্মৃতি সমায়িত থাকে তবেই বলা হবে বাবার মতন।

স্লোগান - " বাবা "' শব্দটি সর্ব খাজনার চাবি, তাই সর্বদা যত্নে রেখো।